



# BCS প্রিলিমিনারি

## লেকচার

### ১২

## Lecture Contents

### ব্যাকরণ-৫

- ☒ কারক ও বিভক্তি
- ☒ অলঙ্কার ও ছন্দ
- ☒ সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ

## Content



## Discussion



শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

## কারক

### প্রাথমিক আলোচনা

কারক শব্দের অর্থ, যা ক্রিয়া সম্পাদন করে। বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্য পদের যে সম্বন্ধ হয় তাকে কারক বলে।

কারক শব্দের গঠন- ক্ + ক (অক) = কারক। সুতরাং কারক প্রত্যয় সাধিত।

যেমন- রনি ফুটবল খেলছে এখানে 'খেলছে' একটি ক্রিয়াপদ। 'খেলছে' ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'রনি' নামক নামপদের সম্বন্ধ হয়েছে। এই সম্বন্ধ বা সম্পর্কই কারক।

### কারকের প্রকারভেদ

কারক ছয় প্রকার। যথা:

- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| ১। কর্তৃকারক   | ২। কর্মকারক       |
| ৩। করণ কারক    | ৪। সম্প্রদান কারক |
| ৫। অপাদান কারক | ৬। অধিকরণ কারক    |

নবম-দশম শ্রেণীর নতুন বোর্ড বই ব্যাকরণ অনুযায়ী সম্প্রদান কারক নেই কিন্তু সম্বন্ধ কারক আছে।

### কর্তৃকারক

বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে কর্তৃকারক বলে। যেমন-

ক) মিতা নাচে। [ মিতা কর্তৃকারক]

খ) হাবিব কবিতা লেখে। [ হাবিব কর্তৃকারক]

ক্রিয়ার সঙ্গে 'কে' বা 'কারা' যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তা-ই কর্তৃকারক।

কর্তৃকারকের প্রকারভেদ-

- ১) ক্রিয়া সম্পাদনের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কর্তৃকারক চার প্রকার।
- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| যথা- ক) মুখ্য কর্তা | খ) প্রযোজক কর্তা  |
| গ) প্রযোজ্য কর্তা   | ঘ) ব্যতিহার কর্তা |

মুখ্য কর্তা: যে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে মুখ্য কর্তা বলে।

যেমন- সুমন ক্রিকেট খেলছে।

প্রযোজক কর্তা: মূল কর্তা যখন অন্যকে দিয়ে কোন কাজ করায় তখন তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন- শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন।

প্রযোজ্য কর্তা: মূল কর্তার করণীয় কার্য যাকে দিয়ে সম্পাদিত হয় তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে।

যেমন- মা ছেলেকে ভাত খাওয়াচ্ছেন।

ব্যতিহার কর্তা: কোন বাক্যে যখন দুজন কর্তা একত্রে একজাতীয় কাজ করে তখন তাকে ব্যতিহার কর্তা বলে। যেমন- রাজায় রাজায় লড়াই। বাঘে-মহিষে একই ঘাটে জল খায়।

বাক্যের প্রকাশভঙ্গি অনুযায়ী কর্তা তিন প্রকারের হতে পারে।  
যথা—

- ক) কর্মবাচ্যের কর্তা (কর্মপদ প্রাধান্য পায়)।  
যেমন- পুলিশ দ্বারা চোর ধৃত হয়েছে।  
খ) ভাববাচ্যের কর্তা (ক্রিয়ার প্রাধান্যসূচক বাক্য)।  
যেমন- আমার যাওয়া হবে না।  
গ) কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা (কর্মপদই কর্তৃস্থানীয়)।  
যেমন- ঘড়িটা চলে ভাল।

### কর্তৃ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

#### □ প্রথমা (শূন্য) বিভক্তি:

- ☞ রাফি বই পড়ে।  
☞ মামা ঢাকা গেছে।  
☞ জল পড়ে, পাতা নড়ে।  
☞ বাঁশি বাজে।  
☞ পরীক্ষা এলেই তার চোখে জল ঝরে।  
☞ নগরে রাজা এলো।  
☞ এক যে ছিল রাজা।  
☞ স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়।  
☞ কোকিল ডাকে।  
☞ চাঁদ বুঝি তা জানে।  
☞ গুণহীন চিরদিন থাকে না পরাধীন।  
☞ শ্রদ্ধাবান লভে জ্ঞান অন্যে কভু নয়।  
☞ পুলিশ চোর ধরেছে।  
☞ পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।  
☞ অর্থ অনর্থ ঘটায়।  
☞ মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক।  
☞ রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।  
☞ মেয়েরা ফুল তোলে।  
☞ জেলে ভাই ধরে মাছ মেঘের ছায়ায়।

#### □ দ্বিতীয়া বিভক্তি:

- ☞ আমাকে যেতে হবে।  
☞ সোহানকে যেতে হবে।  
☞ সকলকে মরতে হবে।  
☞ তাকে দিয়ে কিছু হবে না।

#### □ তৃতীয়া বিভক্তি:

- ☞ তোমার দ্বারা এ কাজ হবে না সাধন।  
☞ ফেরদৌসী কর্তৃক শাহনামা রচিত হয়েছে।  
☞ রাম কর্তৃক রাবণ নিহত হয়েছিল।

#### □ চতুর্থী বিভক্তি:

- ☞ আমাকে ভিক্ষা নেওয়া মানাবে না।

#### □ পঞ্চমী বিভক্তি:

- ☞ আমা হতে হবে না এ কাজ সাধন।

#### □ ষষ্ঠী বিভক্তি:

- ☞ আমার যাওয়া হয়নি।  
☞ আমার খাওয়া হয়নি।  
☞ তোমার যাওয়া উচিত।  
☞ কোথাও আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা।  
☞ দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে।

#### □ সপ্তমী বিভক্তি:

- ☞ আমায় তুমি রক্ষা কর।  
☞ বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কীসে?  
☞ অন্ধজনে বন্ধ ঘরে, দিবা-রাত্রি কষ্ট করে।  
☞ গায়ে মানে না, আপনি মোড়ল।  
☞ দশে মিলে করি কাজ।  
☞ ভাইয়ে ভাইয়ে বেশ মিল।  
☞ পাগলে কি না বলে।  
☞ ছাগলে কি না খায়।  
☞ চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনি।  
☞ পাছে লোকে কিছু বলে।  
☞ ঘোড়ায় টানে।  
☞ পি-তে পি-তে লড়াই চলে।  
☞ রতনে রতন চেনে।  
☞ চন্দ্রীদাসে কয় শুনো পরিচয়।  
☞ গাধায় খায় পাকা কলা।  
☞ মানুষে ভাবে এক, হয় আরেক।  
☞ রাজায় রাজায় লড়াই, উলুখাগড়ার প্রাণান্ত।  
☞ বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সম্বাধে।  
☞ লোকে বলে।  
☞ বাঘে-মহিষে খানা একঘাটে খাবে না।

### কর্ম কারক

যাকে আশ্রয় করে বা অবলম্বন করে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কর্মকারক বলে।

বাক্যস্থিত ক্রিয়াকে 'কি' বা 'কাকে' দ্বারা প্রশ্ন করলে অধিকাংশ সময় কর্ম কারক পাওয়া যায়।

যেমন—

ক) মামুন পত্রিকা পড়ে [পত্রিকা কর্মকারক]

খ) বুঝুর ছবি আঁকছে [ছবি কর্মকারক]

কর্মকারক দুই প্রকার—

ক) মুখ্যকর্ম

খ) গৌণকর্ম

কখনও কখনও কোন ক্রিয়ার দুটি করে কর্ম থাকে। দুটির মধ্যে ক্রিয়াপদের সাথে যার মুখ্য সম্বন্ধ থাকে তাকে মুখ্যকর্ম বলে এবং ক্রিয়াপদের সাথে যার গৌণ সম্বন্ধ থাকে তাকে গৌণকর্ম বলে। সাধারণত মুখ্য কর্ম বস্তু বাচক ও গৌণ কর্ম প্রাণিবাচক হয়। গৌণ কর্মে বিভক্তি হয়। মুখ্য কর্মে হয় না।

যেমন- মা শিশুকে (গৌণ) চাঁদ (মুখ্য) দেখাচ্ছেন।

### কর্ম কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

#### □ প্রথমা বিভক্তি:

- ☞ ডাক্তার ডাক।  
☞ শুক্রবার স্কুল বন্ধ।  
☞ আমি বই পড়ি।  
☞ হামিম বই পড়ে।  
☞ আমাকে একখানা বই দাও।  
☞ আমার গানের মালা আমি করব করে দান।  
☞ ছেলেরা ক্রিকেট খেলে।  
☞ সর্বাস্থে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা।  
☞ কারক পড়ায় তারক ঠাকুর।

- অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী, কথায় কথায় ডিকশনারি।
- ঐ দেখা যায় তালগাছ ঐ আমাদের গাঁ।
- কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।
- কী সাহসে এমন কথা বলে।
- এমন চোরের মতো বাঁচা বাঁচিতে চাই না।
- কোথা সে ছায়া সখী কোথায় সে জল।
- এমন মেয়ে আর দেখিনি।
- বাজিল কাহার বীণা।
- তুলি বাগানে ফুল তুলছে।
- কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।
- জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো।
- ছাত্রেরা ক্রিকেট খেলে।
- ধৈর্য ধর, বাঁধ বুক।
- পাহাড় নড়ায় সাধ্য কার।
- হারি জিতি নাহি লাজ।
- চাহিনা করিতে বাদ-প্রতিবাদ।
- আমার স্বপন আধো জাগরণ।
- যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।
- বাজনা বাজে।
- একটি গান শোনাও।
- মশা মারতে কামান দাগা।
- সর্বঙ্গ দংশিল মোর নাগ-নাগবালা।
- কপোল ভাসিয়া গেল নয়নের জলে।
- রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি লিখেছেন।
- গত বিষয়ের জন্য শোক করিও না।
- প্রাণপণে চেষ্টা করো।
- খুব ঠকা ঠকেছি।
- চোর ধৃত হয়েছে।
- চিন্তা রোগের ওষুধ নেই।
- এমন ছেলে আর দেখিনি।
- শুধু বিষে দুই ছিল মোর ভুঁই।
- যে নাচে তটিনী জল টলমল করে।
- আমার ভাত খাওয়া হইলো না।
- ঘোড়া গাড়ি টানে।
- রবীন্দ্রনাথ পড়লাম, নজরুল পড়লাম, এর সুরাহা খুঁজে পেলাম না।

#### ❑ দ্বিতীয়া বিভক্তি:

- বাঁধনকে রাফি গতকাল মেরেছে।
- রেখো মা দাসেরে মনে।
- তাকে বল।
- আমারে করহ তোমার বীণা।
- নাঈম ধোপাকে কাপড় ধুতে দিল।
- ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো।
- দরিদ্র ধনীকে ঈর্ষা করে।
- দাসত্ব চিত্তকে সংকীর্ণ করে।
- বিশ্বাস বুদ্ধিকে হার মানায়।
- দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
- পারুল বনের চম্পারে মোর হয় জানা।
- মিথ্যারে করো না উপাসনা।
- ধোপাকে কাপড় দাও।

- রিয়াকে ডাক।
- তোমাকে অনেক কথা শুনতে হবে।
- দোষী ছাত্রটিকে জরিমানা করা হয়েছে।
- আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা।

#### ❑ ষষ্ঠী বিভক্তি:

- তোমার দেখা পেলাম না।
- আমাদের একটি গল্প বলুন।
- এবারের সংগ্রাম দেশগড়ার/স্বাধীনতার সংগ্রাম।

#### ❑ সপ্তমী বিভক্তি:

- গুণহীনে ত্যাগ কর।
- জিজ্ঞাসিব জনে জনে।
- আমার গানের মালা আমি করব করে দান।
- না মরে পাষণ বাপ দিলা হেন বরে।
- পুলিশে খবর দাও।
- ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শালুলী তরবারে।
- এর অধীনে দায়িত্বভার অর্পণ করুন।
- বিপদে যেন করিতে পারি জয়।
- তোমায় দেখলেও পাপ।
- প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই তাই দিই দেবতারে।

নবম-দশম শ্রেণির নতুন ব্যাকরণ অনুযায়ী সম্প্রদান কারককে কর্ম কারকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংস্কৃত সম্প্রদান কারক রয়েছে। বাংলাতে সম্প্রদান কারক ও কর্ম কারকের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। বিধায়, সম্প্রদান কারক এখন কর্ম কারক হিসেবে গণ্য হবে। তবে প্রশ্নে যদি কর্ম কারক না থাকে সেক্ষেত্রে সম্প্রদান কারক দিতে হবে। পূর্বে যেসব বাক্য সম্প্রদান কারক হিসেবে প্রচলিত ছিল তার উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

#### ❑ শূন্য বিভক্তি:

- আলো চাই, অন্ন চাই, চাই মুক্তবায়ু।
- দিব তোমা শ্রদ্ধাভক্তি।
- ভিক্ষা দাও দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষুক।

#### ❑ চতুর্থী বিভক্তি:

- দেশের জন্য প্রাণ দাও।
- ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও।
- তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শক্তি।

#### ❑ ষষ্ঠী বিভক্তি:

- তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।
- দেশের জন্য প্রাণ দাও।

#### ❑ সপ্তমী বিভক্তি:

- সৎপাত্রের কন্যা দান কর।
- পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা।
- সমিতিতে চাঁদা দাও।
- গৃহহীনে গৃহ দাও।
- গুরুজনে ভক্তি কর।
- অন্নহীনে অন্ন দাও।
- আমায় একটু আশ্রয় দিন।
- তোমায় কেন দেইনি আমার সকল শূন্য করে।
- মৃতজনে দেহ প্রাণ।
- অন্ধজনে দয়া কর।
- শিক্ষককে শ্রদ্ধা কর।

## করণ কারক

করণ শব্দের অর্থ যন্ত্র / সহায়ক / উপায়। অর্থাৎ যা দিয়ে ক্রিয়া সম্পাদন হয় তাকে করণ কারক বলে। যেমন-

ক) আমরা কানে শুনি [ 'কানে' করণ কারক]

খ) মন দিয়ে বিদ্যা অর্জন কর [ 'মন' দিয়ে করণ কারক]

ক্রিয়াকে 'কি দিয়ে/ কি দ্বারা' প্রশ্ন করলে করণ কারক পাওয়া যায়।

## কর্ম কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

## □ প্রথমা বিভক্তি:

- ☞ ছাত্ররা বল খেলে।
- ☞ তাস খেলে কত ছেলে পড়া নষ্ট করে।
- ☞ রনি তাস খেলে।
- ☞ অহংকার পতনের মূল।
- ☞ তাহলে তুমি লাঠি খেলতে জান না।
- ☞ ঘোড়াকে চাবুক মার।
- ☞ শ্রম বিনা ধন লাভ হয় না।
- ☞ বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ কর।
- ☞ ডাকাতেরা গৃহস্থামীর মাথায় লাঠি মেরেছে।
- ☞ নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তা চলছি একা।
- ☞ বগুড়ার চিনিপাতা দই সুস্বাদু।

## □ তৃতীয়া বিভক্তি:

- ☞ লাঙল দ্বারা জমি চাষ করা হয়।
- ☞ মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন।
- ☞ শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না।

## □ পঞ্চমী বিভক্তি:

- ☞ এ প্রার্থনা হতে পাপ দূর হবে না।

## □ ষষ্ঠী বিভক্তি:

- ☞ হাতের কাজ দেখাও।
- ☞ কালি দাগ দাও।
- ☞ আত্মার সম্পর্কই আত্মীয়।
- ☞ তোমার গায়ে নখের আঁচরও লাগবে না।
- ☞ লাঠির ঘায়ে সাপটি মারা পড়ল।
- ☞ যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।

## □ সপ্তমী বিভক্তি:

- ☞ আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হয়।
- ☞ কথা নয়, কাজে পরিচয়।
- ☞ ব্যয়ামে শরীর ভালো হয়।
- ☞ ব্যয়ামে শরীর ভালো থাকে।
- ☞ চেষ্টায় সব হয়।
- ☞ এ সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়।
- ☞ লোকটা জাতিতে বৈষ্ণব।
- ☞ এই কলমে ভালো লেখা হয়।
- ☞ শিকারি বিড়াল গাঁয়ে চেনা যায়।
- ☞ ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে।
- ☞ তিনি চোখে দেখেন না।
- ☞ হাতে না মেরে ভাতে মারব।
- ☞ 'এত শঠতা, এত যে ব্যাথা, তবুও যেন তা মধুতে মাখা।'
- ☞ নৌকায় নদী পার হলাম।
- ☞ সে কি আপন রঙে মন রাঙাবে?

- ☞ নতুন ধান্যে হবে নবান্ন।
- ☞ টাকায় অসাধ্য সাধন হয়।
- ☞ ফলে বৃক্ষের পরিচয়।
- ☞ কী সাহসে ওখানে গেলে।
- ☞ অর্থে অনর্থ ঘটে।
- ☞ অল্প শোকে কাতর অধিক শোকে পাথর।
- ☞ বিনা জ্বালে ভাত হয় না।
- ☞ অণুতে গঠিত হিমালয়।
- ☞ কোদালে মাটি কাটব।
- ☞ কাঁথায় শীত মানে না।
- ☞ ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।
- ☞ জ্যোৎস্নাতে আলোকিত এই রাত্রি।
- ☞ টানে এক আঁকে বক।
- ☞ তিরিশ বছর ভিজিয়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
- ☞ অল্প শোকে কাতর।
- ☞ ব্যবহারেই ইতরভদ্র চেনা যায়।
- ☞ তাকে হাতে না মারলেও ভাতে মারব।
- ☞ টাকায় কি না হয়।
- ☞ জগতে কীর্তিমান হও সাধনায়।
- ☞ আলোয় আঁধার দূর হয়।
- ☞ অহংকারে পতন ঘটে।
- ☞ আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
- ☞ আগুনে সেক দাও।
- ☞ গানে গানে মন ভরেছে।
- ☞ জটাতে তাপস চিনি।
- ☞ শরতে ধরাতল শিশিরে বালমল।
- ☞ সোজা পথে চল না কেন?
- ☞ জাহাজে সাগর পার হওয়া যায়।
- ☞ বিষ্ণু বাবুর ঐদোপুকুর মাছে ভরে গেছে।
- ☞ আলোয় আঁধার কাটে।
- ☞ এ সুতায় কাপড় হয় না।

## সম্প্রদান কারক

যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে কোন কিছু দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা বোঝায় তাকে 'সম্প্রদান কারক' বলে। যেমন- ভিখারিকে ভিক্ষা দাও। এ বাক্যে ভিখারিকে স্বত্ব ত্যাগ করেই দান করা হয়- তাই 'ভিখারিকে' সম্প্রদান কারক। 'কাকে' এ প্রশ্ন করে ক্রিয়াপদের সাথে সম্প্রদান কারকের সম্পর্ক বের করতে হয়। গরিবকে কাপড় দাও। এখানে কাকে দেবে? 'গরীবকে'। ফলে গরীবকে সম্প্রদান কারক।

যেখানে নিজের জিনিস অপরকে দান করা হয় সেখানেই প্রকৃত সম্প্রদান কারক হয়। দান না বোঝালে সম্প্রদান কারকের প্রশ্নই উঠে না। যেমন- 'ধোপাকে কাপড় দাও'। এখানে ধোপাকে কাপড় দান করা বোঝায় না, ধোপাকে কাপড় কাঁচতে দেয়া বোঝায়। 'চাকরকে বেতন দাও' 'সরকারকে কর দাও' এসব ক্ষেত্রে সম্প্রদান কারক হয় না।

বাংলায় কর্মকারক ও সম্প্রদান কারকের বিভক্তি একরকম হওয়ায় সম্প্রদান কারককে কর্মকারকের অন্তর্গত করার পক্ষে অনেকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

বি. দ্র. সম্প্রদান কারকে কখনও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় না, সবসময় চতুর্থী বিভক্তি হয়।





★ ষড়্বহীন দান

সমিতিতে চাঁদা দাও।	সম্প্রদানে ৭মী।
সৎপাত্রে কন্যা দান কর।	সম্প্রদানে ৭মী।
ভিখারিকে ভিক্ষা দাও।	সম্প্রদানে ৪খী।
সর্বভূতে ধন দাও।	সম্প্রদানে ৭মী।
ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও।	সম্প্রদানে ৪খী।
দরিদ্রকে ধন দাও।	সম্প্রদানে ৪খী।
তোমায় কেন দেই নি আমার সকল শূন্য করে	সম্প্রদানে ৭মী।
তোমাকে সঁপি নু মোর যাহা কিছু প্রিয়।	সম্প্রদানে ৪খী।
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।	সম্প্রদানে ৭মী।
গৃহহীনে গৃহ দাও।	সম্প্রদানে ৭মী।
অন্ধজনে দেহ আলো।	সম্প্রদানে ৭মী।
ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও।	সম্প্রদানে ৪খী।
মৃতজনে দেহ প্রাণ।	সম্প্রদানে ৭মী।

★ নিঃস্বার্থ কাজ

আমায় একটু আশ্রয় দিন।	সম্প্রদানে ৭মী।
গুরুজনে কর নতি।	সম্প্রদানে ৭মী।
তাই দিই দেবতারে।	সম্প্রদানে ৪খী।
দীনে দয়া কর।	সম্প্রদানে ৭মী।
দিব তোমা শ্রদ্ধাভক্তি।	সম্প্রদানে শূন্য।
সর্বজনে দয়া কর।	সম্প্রদানে ৭মী।
সকল কর্মফল ভগবানে অর্পণ কর।	সম্প্রদানে ৭মী।
দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে।	সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী।
প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই, তাই দিই দেবতারে	সম্প্রদানে ৭মী।
সকল কর্মফল ভগবানে অর্পণ কর।	সম্প্রদানে ৭মী।
সর্বশিষ্যে জ্ঞান দেন গুরুমহাশয়।	সম্প্রদানে ৭মী।

★ নিমিত্তার্থে সম্প্রদান

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু।	নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠী।
বেলা যে পড়ে এলো জলকে চল।	নিমিত্তার্থে ৪খী।
জলকে চল।	নিমিত্তার্থে ৪খী।
তারা তীর্থে যাত্রা করল।	সম্প্রদানে ৭মী।

অপাদান কারক

যে কারকে ক্রিয়ার উৎস নির্দেশ করা হয়, তাকে অপাদান কারক বলে। এই কারকে সাধারণত 'হতে', 'থেকে' ইত্যাদি অনুসর্গ শব্দের পর বসে। যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকে অপাদান কারক বলে।

ক্রিয়ার সঙ্গে 'কোথা হতে/কী হতে/কীসের হতে' যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই অপাদান কারক। যেমন: জমি থেকে ফসল পাই। কাপটা উঁচু টেবিল থেকে পড়ে ভেঙে গেল।

অপাদান	প্রয়োগ
বিচ্যুত	গাছ থেকে পাতা পড়ে। মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে।
গৃহীত	শক্তি থেকে মুক্তো মেলে। দুধ থেকে দই হয়।
জাত	জমি থেকে ফসল পাই। খেজুরের রসে গুড় হয়। টাকায় টাকা হয়।

বিরত	পাপে বিরত হও।
দূরীভূত	দেশ থেকে পঙ্গপাল চলে গেছে।
রক্ষিত	বিপদে মোরে রক্ষা কর।
আরম্ভ	সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু।
ভীত	আমি কি ডরাই সখী ভিখারি রাঘবে। বাঘকে ভয় পায় না কে?
স্থান ত্যাগ	গাড়ি স্টেশন ছাড়ে।
দর্শন	ছাদ থেকে নদী দেখা যায়।
শ্রুত	লোকমুখে খবর পেলাম।

অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

□ প্রথমা বিভক্তি:

- ☞ স্কুল পালিয়ে রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না।
- ☞ মনে পড়ে সেই জ্যেষ্ঠের দুপুরে পাঠশালা পলায়ন।
- ☞ গাড়ি স্টেশন ছাড়ল।
- ☞ বোঁটা-আলগা ফল গাছে থাকে না।
- ☞ তার চোখ দিয়ে পানি পড়ে।
- ☞ ক্রোধ থেকে জন্মে মোহ, মোহ থেকে পাপ।
- ☞ ট্রেন স্টেশন ছেড়েছে।
- ☞ সে দুবাই ঘুরে এসেছে।

□ দ্বিতীয়া বিভক্তি:

- ☞ সে তোমাকে ভয় পায়।
- ☞ বাবাকে ভয় পায়।
- ☞ ভৃত্যকে আবার কীসের ভয়।

□ পঞ্চমী বিভক্তি:

- ☞ কালো মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়।
- ☞ ধর্ম থেকে বিচলিত হয়ো না।
- ☞ ধন হইতে সুখ হয় না।

□ ষষ্ঠী বিভক্তি:

- ☞ বর্ষাকালে সাপের ভয়।
- ☞ বাদলের ধরা ঝরে ঝরঝর।
- ☞ যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়।
- ☞ সেখানে বাঘের ভয় নেই।
- ☞ বাগান ফুলের গন্ধে ভরপুর।

□ সপ্তমী বিভক্তি:

- ☞ টাকায় টাকা হয়।
- ☞ মেঘে টাকা হয়।
- ☞ বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা।
- ☞ সাদা মেঘে বৃষ্টি হয় না।
- ☞ অধ্যয়ন বিরত হতে নেই।
- ☞ কত ধানে কত চাল তা আমি জানি।
- ☞ জলে বাম্প হয়।
- ☞ তর্কে বিরত হও।
- ☞ আচার-ব্যবহারে ভদ্র-অভদ্র চেনা যায়।

৩৭. দুধে ছানা হয়।  
৩৮. তিলে তৈল হয়।  
৩৯. পরের মুখে শেখা বুলি।  
৪০. কুকর্মে বিরত থাক।  
৪১. সব বিনুকে মুক্তা মেলে না।  
৪২. লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।  
৪৩. আমি কি ডরাই সখী ভিখারি রাঘবে?  
৪৪. ব্রজে তোমার বাজে বাঁশি।  
৪৫. পরাজয়ে ডরে না বীর।  
৪৬. পাপে বিরত হও।

- ক) বস্তুর রূপান্তর ঘটলে অপাদান কারক হয়।  
যেমন- তিলে তৈল হয়।  
খ) ভিতর থেকে বাইরে গেলে অপাদান কারক হয়।  
যেমন- স্কুল পালানো ভাল নয়।  
বি. দ্র. বাইরে থেকে ভেতরে গেলে অধিকরণ কারক হয়।  
যেমন- আমি স্কুলে যাব।  
গ) দূরত্ব বোঝালে অপাদান কারক হয়।  
যেমন- ঢাকা থেকে যশোর তিনশো কিলোমিটার দূরে।  
ঘ) তারতম্য বোঝালে অপাদান কারক হয়।  
যেমন- মেহেদীর চেয়ে হাসান লেখাপড়ায় ভাল।  
ঙ) কালবাচক শব্দের ক্ষেত্রে অপাদান কারক হয়।  
যেমন- তিন দিন ধরে আমি জ্বরে ভুগছি।  
চ) আধার- স্বর্গ থেকে পুষ্প বর্ষিত হল।

### অপাদান কারকের গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদাহরণ

#### ★ উৎস, উৎপাদন, রূপান্তর:

০১. ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না। - অপাদানে ষষ্ঠী।  
০২. মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। - অপাদানে ৫মী।  
০৩. সাদা মেঘে বৃষ্টি হয় না। - অপাদানে ৭মী।  
০৪. সব বিনুকে মুক্তা পাওয়া যায় না। - অপাদানে ২য়া।  
০৫. সুখের চেয়ে শান্তি ভাল। - অপাদানে ৬ষ্ঠী।  
০৬. লোক মুখে এ কথা শোনা যায়। - অপাদানে ৭মী।  
০৭. লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। - অপাদানে ৭মী।  
০৮. মেঘে বৃষ্টি হয়। - অপাদানে ৭মী।  
০৯. দুধে ছানা হয়। - অপাদানে ৭মী।  
১০. তিলে তৈল হয়। - অপাদানে ৭মী।  
১১. গুণে বিমল আনন্দ লাভ হয়। - অপাদানে ৭মী।  
১২. জলে বাষ্প হয়। - অপাদানে ৭মী।  
১৩. চোখ দিয়ে পানি পড়ে। - অপাদানে ৩য়া।  
১৪. গাছে তক্তা হয়। - অপাদানে ৭মী।  
১৫. কত ধানে কত চাল তা আমি জানি। - অপাদানে ৭মী।  
১৬. এ জমিতে সোনা ফলে। - অপাদানে ৭মী।  
১৭. এ মেঘে বৃষ্টি হয় না। - অপাদানে ৭মী।  
১৮. সব বিনুকে মুক্তা মিলে না। - অপাদানে ৭মী।  
১৯. চোখ দিয়ে জল পড়ে। - অপাদানে ৩য়া।  
২০. কত ধানে কত চাল, সে আমি জানি। - অপাদানে ৭মী।  
২১. পড়ায় বিরত হয়ো না। - অপাদানে ৭মী।

#### ★ চ্যুত, বিচ্যুত, নির্গমণ:

০১. ট্রেনটি ঢাকা ছাড়ল। - অপাদানে শূন্য।  
০২. স্কুল পালাইও না। - অপাদানে শূন্য।  
০৩. রোজ রোজ কলেজ পালানো কেন? - অপাদানে শূন্য।  
০৪. পরীক্ষা আসিল তাই চোখে জল পড়ে। - অপাদানে ৭মী।  
০৫. গাড়ি ঢাকা ছাড়ল। - অপাদানে শূন্য।  
০৬. গাড়ি স্টেশন ছাড়ল। - অপাদানে শূন্য।  
০৭. করিলাম মন শ্রীবন্দাবন বারেক আসিব ফিরে। - অপাদানে শূন্য।  
০৮. মাতৃস্নেহ স্বর্গ হতে আসে। - অপাদানে শূন্য।  
০৯. হিমালয় হতে গঙ্গা প্রবাহিত। - অপাদানে ৫মী।

#### ★ বিরত, রক্ষিত, ভীত:

১. আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে? - অপাদানে ৭মী।  
২. কুকর্মে বিরত হও। - অপাদানে ৭মী।  
৩. চোরের ভয়ে ঘুম আসে না। - অপাদানে ৬ষ্ঠী।  
৪. তোমাকে আমার ভয় হয়। - অপাদানে ২য়া।  
৫. তর্কে বিরত হও। - অপাদানে ৭মী।  
৬. ধর্ম হতে বিচলিত হয়ো না। - অপাদানে ৫মী।  
৭. পরাজয়ে ডরে না বীর। - অপাদানে ৭মী।  
৮. পাপে বিরত হও। - অপাদানে ৭মী।  
৯. বিপদে মোরে রক্ষা কর। - অপাদানে ৭মী।  
১০. বাবাকে বড্ড ভয় পাই। - অপাদানে ২য়া।  
১১. ভৃত্যকে আবার কীসের ভয়? - অপাদানে ২য়া।  
১২. যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়। - অপাদানে ৬ষ্ঠী।

### অধিকরণ কারক

যে স্থানে বা যে সময়ে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে অধিকরণ কারক বলে।

যেমন- পড়ুয়ারা ক্লাসে পড়ে। 'ক্লাসে' অধিকরণ কারক।

অধিকরণ কারকের প্রকারভেদ- অধিকরণ কারক তিন প্রকার।

যথা- ক) কালাদিকরণ খ) আধারাদিকরণ গ) ভাবাদিকরণ

ক) কালাদিকরণ: ক্রিয়া সম্পাদনের কালকে/সময়কে প্রকাশ করে।

যেমন- ক) কাল সকালে এসো। খ) বসন্তে ফুল ফোটে।

খ) আধারাদিকরণ: ক্রিয়া সম্পাদনের স্থানকে প্রকাশ করে।

যেমন- ক) পুকুরে মাছ আছে। খ) তুমি এই পথে যোয়ো।

গ) ভাবাদিকরণ: যদি কোন ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অন্য কোন ক্রিয়ার কোনরূপ অভিযুক্তি প্রকাশ করে তখন তাকে ভাবাদিকরণ বলে।

যেমন- ক) সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়।

খ) কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়।

ভাবাদিকরণ কারকে সবসময় ৭মী বিভক্তি থাকে বলে ইহাকে ভাবে ৭মী বলা হয়।

আধারাদিকরণ আবার তিন প্রকার:

যথা-

ক) ঐকদেশিক-বিরাট স্থানের কোন এক অংশ জুড়ে থাকে।

যেমন: আকাশে মেঘ আছে, পুকুরে মাছ আছে।

খ) অভিব্যাপক- সমস্ত স্থান জুড়ে থাকে।

যেমন: তিলে তৈল আছে, ঘরে আলো আছে।

গ) বৈষয়িক- বিষয়ভিত্তিক বা বিশেষ বিষয়ে পরাদর্শী বোঝাতে।

যেমন: তুষার রাজনীতিতে খুব দক্ষ। রাহাত অংকে ভালো কিন্তু ইংরেজিতে দুর্বল।

★ **বৈষয়িক অধিকরণ:**

- |  |               |
|--|---------------|
| ০১. শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ <u>পাঠে</u> ।     | অধিকরণে ৭মী । |
| ০২. <u>পাঠে</u> মনোযোগ দাও ।                 | অধিকরণে ৭মী । |
| ০৩. <u>পড়াতে</u> তার মন বসে না ।            | অধিকরণে ৭মী । |
| ০৪. <u>ত্যাগে</u> তিনি নিরহঙ্কার ।           | অধিকরণে ৭মী । |
| ০৫. তাহার <u>ধর্মে</u> মতি আছে ।             | অধিকরণে ৭মী । |
| ০৬. <u>কাজে</u> মন দাও ।                     | অধিকরণে ৭মী । |
| ০৭. <u>সৌন্দর্যে</u> কার না রুচি আছে ।       | অধিকরণে ৭মী । |
| ০৮. অতিবড় বৃদ্ধ পতি <u>সিদ্ধিতে</u> নিপুণ । | অধিকরণে ৭মী । |

★ **ভাবাধিকরণ:**

১. কান্নায় শোক মন্দীভূত হয় । ভাবে গমী ।
২. আলোয় আঁধার কাটে । ভাবে গমী ।

## অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

□ প্রথমা বিভক্তি:

- ১ শূন্যবার স্কুল বন্ধ ।  
 ২ আগামীকাল বাড়ি যাব ।  
 ৩ তিনি বাড়ি আছেন ।  
 ৪ পরের দিন উৎসব ।  
 ৫ আমি ঢাকা যাব ।  
 ৬ আকাশ আজি মেঘলা যেয়ো নাকো একলা ।  
 ৭ একদিন যাবো ।  
 ৮ সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে ।  
 ৯ এ সময় তার দেখা মেলা ভার ।  
 ১০ কী করি আজ ভেবে না পাই ।  
 ১১ বাড়ি ঘরে এসো ।

□ দ্বিতীয়া বিভক্তি:

- ☞ হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ।  
☞ আজিকে নগদ কালকে ধার ।

### □ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି:

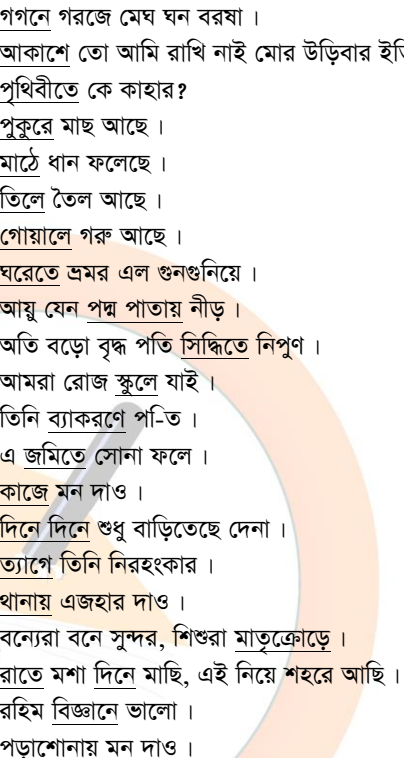
- ☞ খিলিপান (এর ভিতরে) দিয়ে ঔষধ খাবে।

□ পঞ্চমী বিভক্তি:

- ☞ বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়।

□ সপ্তমী বিভক্তি:

- প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরণ ।  
আষাঢ়ে বৃষ্টি নামে ।  
অঙ্গে আঁচল সুনীল বরণ, রুনুঝনু রবে বাজে আভরণ ।  
এ দেহে প্রাণ নেই ।  
সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয় ।  
খনিতে সোনা পাওয়া যায় ।  
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা ।  
সন্ধ্যারাগে বিলিমিলি ঝিলমের শ্রোতখানি বাঁকা ।  
পড়ায় আমার মন বসে না ।  
গাছে কাঁঠাল গৌফে তেল ।  
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে ।  
সরোবরে পদ্ম ফোটে ।  
সর্বাস্থে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা ।  
কাননে কুসুম কলি সকলি ফটিল ।

- 
- রাজার দুয়ারে হাতি বাঁধা ।  
ধর্মে তোমার মতি হোক ।  
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির ।  
গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা ।  
আকাশে তো আমি রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস ।  
পৃথিবীতে কে কাহার ?  
পুকুরে মাছ আছে ।  
মাঠে ধান ফলেছে ।  
তিলে তৈল আছে ।  
গোয়ালে গরু আছে ।  
ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে ।  
আয়ু যেন পদ্ম পাতায় নীড় ।  
অতি বড়ো বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ ।  
আমরা রোজ স্কুলে যাই ।  
তিনি ব্যাকরণে পতিত ।  
এ জমিতে সোনা ফলে ।  
কাজে মন দাও ।  
দিনে দিনে শুধু বাড়িতেছে দেনা ।  
ত্যাগে তিনি নিরহংকার ।  
থানায় এজহার দাও ।  
বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে ।  
রাতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে শহরে আছি ।  
রহিম বিজ্ঞানে ভালো ।  
পড়াশোনায় মন দাও ।  
সোহেল অঙ্কে খুব কাঁচা ।  
কান্নায় শোক কমে ।  
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ ।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. ‘আমি বই পড়ি’ বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?  
ক. কর্মে ১মা খ. কর্মে শূন্য  
গ. অপাদানে ১মা ঘ. অধিকরণে ৫মী
২. ‘জিজ্ঞাসিব জনে জনে’ বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?  
ক. কর্তায় সপ্তমী খ. কর্মে সপ্তমী  
গ. করণে পঞ্চমী ঘ. অপাদানে সপ্তমী
৩. ‘আলোয় আঁধার কাটে’ বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?  
ক. অধিকরণে ৭মী খ. করণে ৭মী  
গ. অপাদানে ৭মী ঘ. কর্তায় ৭মী
৪. ‘নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তা চলেছি একা’। বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?  
ক. কর্মে শূন্য খ. করণে শূন্য  
গ. অপাদানে শূন্য ঘ. সম্প্রদানে শূন্য
৫. নিচের কোন বাক্যে করণ কারকে শূন্য বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে?  
ক. ঘোড়াকে চাবুক মার খ. ডাক্তার ডাক  
গ. গাড়ি স্টেশন ছেড়েছে ঘ. মুশলধারে বষ্টি পড়ছে



## বিভক্তি

**বিভক্তি** : বাক্যের বিভিন্ন পদ বিশ্লেষণ করলে তার দুটি অংশ পাওয়া যায় এর একটি শব্দ অপরটি বিভক্তি। বিভক্তি বলতে সেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি বোঝায় যেগুলো শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে বাক্য গঠনের জন্যে পদ সৃষ্টি করে এবং ক্রিয়াপদের সাথে অন্য পদের সম্পর্ক নির্ণয় করতে সাহায্য করে। যেমন- কলমে লেখ। এখানে ‘কলম’ এর সঙ্গে ‘এ’ বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

**বিভক্তির প্রকারভেদ :**

বিভক্তি বর্তমানে ৩ প্রকার; যা পূর্বে ছিলো ৭ প্রকার (শব্দবিভক্তি)। বিভক্তির প্রকারভেদ এবং বিভক্তি নির্ণয়ের কৌশল নিম্নের ছকের মাধ্যমে উল্লেখ করা হল-

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা/শূন্য	শূন্য / ‘অ’	রা, এরা
দ্বিতীয়া	কে/ রে/ এরে/	দিগে/ দিগকে / দিগেরে/ দের/ গুলিকে/ গুলোকে/ বৃন্দকে
তৃতীয়া	দ্বারা/ দিয়ে/কর্তৃক	দিগের দিয়া/ দের দিয়া/দিগ কতৃক/গুলির দ্বারা/ গুলি কর্তৃক/ গুলো দিয়ে
চতুর্থী	দ্বিতীয়ার মতো এবং তরে, জন্যে	দ্বিতীয়ার মত এবং দের তরে, দের জন্যে
পঞ্চমী	হইতে/ থেকে/ চেয়ে	দিগ হইতে/ দের হইতে/ গুলির চেয়ে
ষষ্ঠী	র/ এর/ কার/ কের	দিগের/দেয়/গুলির/ গণের/ বৃন্দের
সপ্তমী	তে/ এ/ য়/ এতে/ কাছে/ মধ্যে	দিগে/ দিগেতে/ গুলিতে/ গণে/ গুলোতে

**কারকে বিভক্তির ব্যবহার****কর্তৃকারকে বিভক্তির ব্যবহার**

- ক) প্রথমা বা শূন্য বা ‘অ’ বিভক্তির ব্যবহার – মাসুদ বই পড়ে।  
 খ) দ্বিতীয়া বা ‘কে’ বিভক্তির ব্যবহার – মামুনকে যেতে হবে।  
 গ) তৃতীয়া বা ‘দ্বারা’ বিভক্তির ব্যবহার – রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক গীতাঞ্জলি রচিত হয়েছে।  
 ঘ) ষষ্ঠী বিভক্তি বা ‘র’ বিভক্তির ব্যবহার – আমার যাওয়া হয়নি।  
 ঙ) সপ্তমী বিভক্তি বা ‘এ’ বিভক্তির ব্যবহার – গায়ে মানে না আপনি মোড়ল।

‘য়’ বিভক্তির ব্যবহার – ঘোড়ায় গাড়ি টানে।

‘তে’ বিভক্তির ব্যবহার – বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।

**কর্মকারকে বিভক্তির ব্যবহার**

- ক) প্রথমা / শূন্য / অ বিভক্তির ব্যবহার – আমাকে একটি কলম দাও।  
 খ) দ্বিতীয়া বা ‘কে’ বিভক্তির ব্যবহার – তাকে যেতে বল।  
 ‘রে’ বিভক্তির ব্যবহার – আমরা ভূতে পেয়েছে।  
 গ) ষষ্ঠী বা ‘র’ বিভক্তির ব্যবহার – তোমার দেখা পেলাম না।  
 ঘ) সপ্তমী বা ‘এ’ বিভক্তির ব্যবহার – বলিও কথা জেনে জেনে।

**করণ কারকে বিভক্তির ব্যবহার**

- ক) প্রথমা বা শূন্য বা ‘অ’ বিভক্তির ব্যবহার – ছেলেরা বল খেলে।  
 খ) তৃতীয়া বা ‘দ্বারা’ বিভক্তির ব্যবহার – কলম দ্বারা লেখা হয়।  
 ‘দিয়া’ বিভক্তির ব্যবহার – মন দিয়ে পড়।  
 গ) সপ্তমী বা ‘এ’ বিভক্তির ব্যবহার – ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে।

‘তে’ বিভক্তির ব্যবহার – লোকটা জাতিতে বৈষ্ণব।

‘য়’ বিভক্তির ব্যবহার – এ সুতায় কাপড় হয় না।

**সম্প্রদান কারকে বিভক্তির ব্যবহার**

- ক) চতুর্থী বা ‘কে’ বিভক্তির ব্যবহার – বস্ত্রহীনকে কাপড় দাও।  
 খ) সপ্তমী বা ‘এ’ বিভক্তির ব্যবহার – সমিতিতে চাঁদা দাও।

**অপাদান কারকে বিভক্তির ব্যবহার**

- ক) প্রথমা বা শূন্য বা ‘অ’ বিভক্তির ব্যবহার – বোঁটা আলাগা ফল গাছে থাকে না।  
 খ) দ্বিতীয়া বা ‘কে’ বিভক্তির ব্যবহার – ভাইয়াকে বড্ড ভয় পাই।  
 গ) ষষ্ঠী বা ‘এর’ বিভক্তির ব্যবহার – যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে রাত হয়।  
 ঘ) সপ্তমী বা ‘এ’ বিভক্তির ব্যবহার – লোকমুখে শুনেছি সে কথা। ‘য়’ বিভক্তির ব্যবহার – টাকায় টাকা হয়।

**অধিকরণ কারকে বিভক্তির ব্যবহার**

- ক) প্রথমা বা শূন্য বা ‘অ’ বিভক্তির ব্যবহার – বাবা বাড়ি নেই।  
 খ) তৃতীয়া ‘বা’ দিয়ে বিভক্তির ব্যবহার – খিলিপান দিয়ে ঔষধ খাবে।  
 (এখানে খিলিপানের ভিতর ঔষধ দিয়ে খাওয়াকে বোঝানো হয়েছে।)  
 গ) পঞ্চমী বা ‘থেকে’ বিভক্তির ব্যবহার – বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়।  
 ঘ) সপ্তমী বা ‘তে’ বিভক্তির ব্যবহার – এ বাড়িতে কেউ থাকে না।

**গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন**

- ‘শিকারি বিভাগ গোঁফে চেনা যায়’। এই বাক্যে ‘গোঁফে’ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?  
 ক. করণে সপ্তমী খ. সম্প্রদানে সপ্তমী  
 গ. অধিকরণে সপ্তমী ঘ. কর্মে সপ্তমী **ক**
- ‘তিরিশ বছর ভিজিয়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে’ এখানে ‘জলে’ শব্দটির কারক ও বিভক্তি কোনটি?  
 ক. কর্মে শূন্য খ. করণে সপ্তমী  
 গ. কর্মে সপ্তমী ঘ. অধিকরণে সপ্তমী **খ**
- ‘আমি কি ডরাই সখি ভিখারি রাঘবে’ বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?  
 ক. কর্মে ২য়া খ. অপাদানে ৭মী  
 গ. করণে ৭মী ঘ. অপাদানে ৫মী **খ**
- ‘বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা’ বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?  
 ক. করণে সপ্তমী খ. অপাদানে পঞ্চমী  
 গ. অপাদানে সপ্তমী ঘ. কর্তায় শূন্য **গ**
- ‘কান্নায় শোক কর্মে’ বাক্যে ‘কান্নায়’ কোন কারক?  
 ক. করণ কারক খ. অপাদান কারক  
 গ. সম্প্রদান কারক ঘ. অধিকরণ কারক **ঘ**





## অলঙ্কার

অলঙ্কার কাব্যতত্ত্বের একটি পারিভাষিক শব্দ। কৌষিতকি উপনিষদে প্রথম অলঙ্কার শব্দটি পাওয়া যায়; ‘ব্রহ্মণালঙ্কারেণ অলঙ্কৃত’। ষষ্ঠ শতাব্দীতে আচার্য দী-প্রথম অলঙ্কারের সংজ্ঞা দেন। তাঁর মতে, ‘কাব্য শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত অতীষ্ট অর্থ সংবলিত পদ বিন্যাসই অলঙ্কার।’ যা দ্বারা সজ্জিত করা হয় বা ভূষিত করা হয় তাই অলঙ্কার। সাহিত্যের বা কাব্যের অলঙ্কার বলতে কাব্যের সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী তারই অন্তর্গত কোনো উপাদানকে বোঝায়।

**প্রশ্ন: অলঙ্কার কী?**

**উত্তর:** কাব্য শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে যে কাব্যিক উপাদান ব্যবহার করে কাব্যকে গুণান্বিত করা হয় তাই অলঙ্কার।

**প্রশ্ন: অলঙ্কার কত প্রকার ও কী কী?**

**উত্তর:** অলঙ্কার দুই প্রকার। যথা:

ক) শব্দালঙ্কার ও খ) অর্থালঙ্কার।

**ক) শব্দালঙ্কার:** শব্দের ধ্বনিরূপের আশ্রয়ে যে সমস্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি হয় তাকে শব্দালঙ্কার বলে। অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি ইত্যাদি শব্দালঙ্কার।

**খ) অর্থালঙ্কার:** অর্থের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য বিধায়ক অলঙ্কারকে বলা হয় অর্থালঙ্কার। উপমা, রূপক, ভ্রান্তিমান, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি ইত্যাদি অর্থালঙ্কার।

★ বিভিন্ন অলঙ্কারের পরিচয়:

**অনুপ্রাস:** একই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের বারবার বিন্যাসকে অনুপ্রাস বলে। যেমন: ‘কাক কালো কোকিল কালো কালো কন্যার কেশ’।

(এখানে ‘ক’ বার বার ধ্বনিত হয়েছে।)

**সরল অনুপ্রাস:** কবিতার কোনো ছন্দে এক বা দুটি বর্ণ একাধিকবার ধ্বনিত হলে তাকে সরল অনুপ্রাস বলে।

যেমন- ‘পেলব প্রাণের প্রথম পশরা নিয়ে।’

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(এখানে ‘প’ একাধিকবার ধ্বনিত হয়েছে।)

**অন্ত্যানুপ্রাস:** কবিতার প্রতি চরণগুণে যে মিল, তাকে অন্ত্যানুপ্রাস বলে।

যেমন-

‘গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।

কুলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।’

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(এখানে বরষা ও ভরসা মিল)

**গুচ্ছানুপ্রাস:** একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি যখন দুয়ের অধিক বার একই ছন্দে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে গুচ্ছানুপ্রাস বলে।

যেমন- ‘না মানে শাসন, বসন বাসন অশন আসন যত।’

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(‘সন’ ধ্বনির গুচ্ছানুপ্রাস)

**যমক:** যমক শব্দের অর্থ যুগ্ম। একই শব্দে একই স্বরধ্বনি একই ক্রমানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিকবার ব্যবহার করা হলে তাকে যমক বলে।

যেমন-

‘ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে।’

(এখানে প্রথম ভারত হলো ভারতচন্দ্র এবং দ্বিতীয় ভারত হলো ভারতবর্ষ)

**শ্লেষ:** একটি শব্দ একবার ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শ্লেষ বলে।

যেমন-

‘কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাণ্ড চরাচর,

যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।’

(এখানে প্রথম প্রভাকর হলো সূর্য এবং দ্বিতীয় প্রভাকর হলো সংবাদ প্রভাকর)

**বক্রোক্তি:** সোজাসুজি না বলে বাঁকা ভাবে কোনো বক্তব্য প্রকাশ পেলে তাকে বলে বক্রোক্তি। যেমন-

‘গৌরিসেনের আবার টাকার অভাব কী।’

(এখানে টাকার অভাব নেই ভাবটি বাঁকা ভাবে ব্যক্ত হয়েছে)

**উপমা:** একই বাক্যে ভিন্ন জাতীয় অথচ সাদৃশ্য বা সমান গুণবিশিষ্ট দুটি বস্তুর মধ্যকার সাদৃশ্য উল্লেখকে উপমা বলে।

**উপমা অলঙ্কারের সাধারণত চারটি অঙ্গ থাকে। যথা:**

ক. উপমেয় : যাকে তুলনা করা হয়।

খ. উপমান : যার সাথে তুলনা করা হয়।

গ. সাধারণ ধর্ম : যে বৈশিষ্ট্যের জন্য তুলনা করা হয়।

ঘ. সাদৃশ্যবাচক শব্দ : মত, সম, হেন, সদৃশ, প্রায় ইত্যাদি।

উদাহরণ-

‘বেতের ফলের মত তার স্নান চোখ মনে আসে।’

— জীবনানন্দ দাশ।

(এখানে উপমান- বেতের ফল, উপমেয়- চোখ, সাধারণ ধর্ম- স্নান এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ- মত)

**রূপক:** উপমেয়ের সাথে উপমানের অভেদ কল্পনা করা হলে তাকে রূপক অলঙ্কার বলে।

যেমন-

‘জীবন-সিন্ধু মথিয়া যে কেহ আনিবে অমৃত বারি।’

— কাজী নজরুল ইসলাম।

(এখানে জীবন হলো উপমেয়, আর সিন্ধু হলো উপমান)

**উৎপ্রেক্ষা:** প্রবল সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে যদি উপমান বলে ভুল বা সংশয় হয় তবে তাকে উৎপ্রেক্ষা বলে।

যেমন-

‘আগে পিছে পাঁচটি মেয়ে, পাঁচটি রঙের ফুল।’ — জসীমউদ্দীন।

**অতিশয়োক্তি:** উপমার চরম পরিণতি অতিশয়োক্তি। উপমেয়কে উল্লেখ না করে উপমানকে উপমেয় উল্লেখ করলে তাকে অতিশয়োক্তি বলে। যেমন-

‘মাঘের কোলে সূর্য ছড়ায়

দুই হাতে সোনা মুঠি মুঠি।’

— বিষ্ণু দে।

(সোনার মতো রোদ। রোদ এখানে লুপ্ত)

**সমাসোক্তি:** উপমায়ের উপর উপমানের ব্যবহার সমারোপিত হলে তাকে সমাসোক্তি অলঙ্কার বলে।

যেমন—

‘পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।’

(এখানে নিশ্চল পর্বতে চলিষ্ণু মেঘের গতিময়তা আরোপিত)

**বিরোধাভাস:** যদি দুটি বস্তু মধ্যে আপাত বিরোধ দেখা যায়, ওই বিরোধে যদি কাব্যে চমৎকারিত্ব বা উৎকর্ষের সৃষ্টি হয় তাকে বিরোধাভাস বলে।

যেমন—

‘সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।’

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

**অসঙ্গতি:** একস্থানে কারণ থাকলে এবং অপর স্থানে কার্যোৎপত্তি হলে তাকে অসঙ্গতি অলঙ্কার বলে।

যেমন—

‘হৃদয় মাঝে মেঘ উদয় করি  
নয়নের মাঝে ঝরিল বারি।’

**ব্যাজস্ততি:** নিন্দার ছলে প্রশংসা বা প্রশংসার ছলে নিন্দা হলে তাকে ব্যাজস্ততি অলঙ্কার বলে।

যেমন—

‘অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ  
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।’



### গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- একই বাক্যে ভিন্ন জাতীয় অথচ সাদৃশ্য বা সমান গুণবিশিষ্ট দুটি বস্তুর মধ্যকার সাদৃশ্য উল্লেখকে কী বলে?  
ক. উৎপ্রেক্ষা খ. উপরূপক  
গ. উপমা ঘ. আখ্যাণরূপক **গ**
- নিন্দাসূচক বিষয়কে ভদ্র ভাষায় আবৃত করাকে কী বলে?  
ক. ব্যাজস্ততি খ. অতিশয়োক্তি  
গ. সুভাষণ ঘ. শ্লেষ **ক**
- সাহিত্যে অলঙ্কার প্রধানত কত প্রকার?  
ক. ৬ খ. ২  
গ. ৪ ঘ. ৫ **খ**
- ‘হৃদয় মাঝে মেঘ উদয় করি / নয়নের মাঝে ঝরিল বারি।’ — এখানে কী ধরনের অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়েছে?  
ক. অসঙ্গতি খ. বিভাবনা  
গ. বিষম ঘ. বিরোধাভাস **ক**
- ‘গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনা পথে যেত ঝরে।’ উক্ত বাক্যটিতে কোন ধরনের অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছে?  
ক. উপমান খ. রূপক  
গ. চিত্রকল্প ঘ. রূপকাভাস **গ**

## ছন্দ

ছন্দ কাব্যতত্ত্বের একটি পরিভাষা। রবীন্দ্রনাথের মতে, ‘কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যই ছন্দ।’ ছন্দ কাব্যে এনে দেয় সংগীতের সুর লহরি। মাত্রা-নিয়মের যে বিচিত্রতায় কাব্যের ইচ্ছাটি বিশেষভাবে ধ্বনি-রূপময় হয়ে উঠে তাকেই ছন্দ বলে।

**প্রশ্ন: পঙ্ক্তি কী?**

**উত্তর:** কবিতার প্রত্যেকটি লাইনকেই ভিন্ন ভিন্ন পঙ্ক্তি হিসেবে ধরা হয়, এতে অর্থের পরিসমাপ্তি ঘটুক আর নাই ঘটুক।

যেমন—

‘বুলেট ছুঁড়ে বুদ্ধিজীবী ছাত্র মারা  
কৃষক বণিক দোকানী আর মজুর মারা  
ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মারা  
খুবই সহজ।’ — মোহাম্মদ মরিকজ্জামান

(এখানে ৪টি পঙ্ক্তি)

**প্রশ্ন: অক্ষর কী?**

**উত্তর:** বাগযন্ত্রের ক্ষুদ্রতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা শব্দাংশের নাম অক্ষর।  
যেমন— ‘মা’ এক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ; ‘মামা’ দুই অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ কিন্তু ‘মাঠ’ এক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ, কারণ মাঠ ব্যঞ্জনাত্মক শব্দ এবং তা ডেঙে উচ্চারণ করা যায় না।

**মুক্তাক্ষর:** স্বরধ্বনি দিয়ে শেষ হওয়া বা স্বরধ্বনি যুক্ত অক্ষরকে মুক্তাক্ষর বলে।

যেমন— মামা, বাবা, মারা ইত্যাদি।

**প্রশ্ন: ছন্দ কী?**

**উত্তর:** সংস্কৃত ভাষায় ‘ছন্দ’ শব্দের অর্থ কাব্যের মাত্রা। কোনো কিছু মধ্য পরিমিত ও শৃঙ্খলার সুমম ও যৌক্তিক বিন্যাসকে ছন্দ বলে।

**প্রশ্ন: বাংলা ছন্দ কত প্রকার?**

**উত্তর:** তিন প্রকার। যথা: ক) স্বরবৃত্ত, খ) মাত্রাবৃত্ত, গ) অক্ষরবৃত্ত।

**প্রশ্ন: স্বরবৃত্ত ছন্দ কাকে বলে?**

**উত্তর:** যে ছন্দ রীতিতে উচ্চারণের গতিবেগ বা লয় দ্রুত অক্ষরমাত্রাই এক মাত্রার হয় তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলে। এ ছন্দের মূল পর্বের মাত্রা সংখ্যা চার। এ ছন্দকে দলবৃত্ত বা লৌকিক ছন্দ বা স্বাভাবিক ছন্দ বা ছড়ার ছন্দ বলে।

**উদাহরণ—**

বৃষ্টি পড়ে / টাপুর টুপুর / নদেয় এল / বান

(মাত্রা- ৪/৪/৪/১)

শিব ঠাকুরের / বিয়ে হলো / তিন কন্যে / দান

(মাত্রা ৪/৪/৪/১)

**প্রশ্ন: স্বরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য কী কী?**

**উত্তর:** ক) মূল পর্বে মাত্রা সংখ্যা ৪।

খ) এ ছন্দের লয় দ্রুত।

গ) যে কোনো অক্ষর (মুক্তাক্ষর বা বদ্ধাক্ষর) একমাত্রার।

**উদাহরণ:** আড়াল = আ (১) + ডাল (১) = ২ স্বর।



প্রশ্ন: মাত্রাবৃত্ত ছন্দ কাকে বলে?

উত্তর: যে কাব্য ছন্দে মূল পর্ব চার, পাঁচ, ছয় বা সাত মাত্রার হয় এবং যা মধ্যম লয়ে পাঠ করা হয় তাকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে।  
এ ছন্দকে বর্ণবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ বা কলাবৃত্ত ছন্দ বলে।

উদাহরণ-

সোনার পাখি ছিল  
সোনার খাঁচাটিতে  
বনের পাখি ছিল

বনে

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(মাত্রা- ৭/৭/৭/২)

প্রশ্ন: মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য কী কী?

উত্তর: ক) মূল পর্বে মাত্রা সংখ্যা ৪, ৫, ৬, ৭ বা ৮ মাত্রার হয়।

খ) এ ছন্দে প্রধানত ৬ মাত্রার প্রচলন বেশি।

গ) অনুস্বর বা বিসর্গের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ।

প্রশ্ন: অক্ষরবৃত্ত ছন্দ কাকে বলে?

উত্তর: যে ছন্দে সকল প্রকার মুক্তাক্ষর একমাত্রাবিশিষ্ট এবং বন্ধাক্ষর শব্দের শেষে দুই মাত্রা, কিন্তু শব্দের আদিতে এবং মধ্যে একমাত্রা ধরা হয় তাকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বলে। একে যৌগিক বা কলামাত্রিক ছন্দ বলে।

উদাহরণ:

মরিতে চাহিনা আমি / সুন্দর ভুবনে (৮+৬)

মানবের মাঝে আমি / বাঁচিবারে চাই (৮+৬)

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রশ্ন: অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য কী কী?

উত্তর: ক) মূল পর্বে মাত্রা সংখ্যা ৮ বা ১০ মাত্রার হয়।

খ) এ ছন্দে লয় ধীর বা মধ্যম।

গ) এ ছন্দে শব্দের আদি ও মধ্যে বন্ধাক্ষর একমাত্রা এবং শব্দের শেষে দুই মাত্রা হয়।

ঘ) এ ছন্দে সংযুক্ত বা অসংযুক্ত অক্ষর সমান ধরা হয়।

উদাহরণ: কেটা = কে (১) + টা (১) = ২ অক্ষর।

☆ বিভিন্ন ছন্দে মুক্তাক্ষর ও বন্ধাক্ষর এর মাত্রা:

ছন্দ	মুক্তাক্ষর	বন্ধাক্ষর
স্বরবৃত্ত	একমাত্রা	একমাত্রা
মাত্রাবৃত্ত		দুইমাত্রা
অক্ষরবৃত্ত		দুই মাত্রা। তবে শব্দের প্রথমে ও মধ্যে থাকলে একমাত্রা।

প্রশ্ন: পয়ার কী?

উত্তর: যে ছন্দের মূল বর্ণের অক্ষর সংখ্যা ১৪টি তাকে পয়ার বলে।

প্রশ্ন: অমিত্রাক্ষর ছন্দ (Blank Verse) কাকে বলে?

উত্তর: কবিতার পঙ্ক্তির শেষে মিলহীন ছন্দকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতায় চরণের অন্ত্যমিল থাকে না। ছন্দ পয়ারের অপর রূপ। প্রতি পঙ্ক্তিতে ১৪ অক্ষর থাকে, যা ৮+৬ পর্বে বিভক্ত। একে প্রবাহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দও বলে।

উদাহরণ-

সম্মুখ-সমরে পড়ি, বীর চুড়ামণি  
বীর বাহু চলি যবে গেলা যমপুরে  
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণী,  
কোন বীরবরে রবি সেনাপতি পদে,  
পাঠাইলা, রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি  
রাঘবাবি।

-মাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রশ্ন: বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ও সনেটের কে প্রচলন ঘটান?

উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সনেটে মধুসূদনের প্রবল দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন: স্বরাক্ষরিক ছন্দের প্রবর্তক কে?

উত্তর: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রশ্ন: সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা কাকে বলে?

উত্তর: সনেট ইতালিয়ান শব্দ। এর বাংলা অর্থ- চতুর্দশপদী কবিতা। একটি মাত্র ভাব বা অনুভূতি যখন ১৪ অক্ষরের চতুর্দশ পঙ্ক্তিতে (কখনো কখনো ১৮ অক্ষরও ব্যবহৃত হয়)। বিশেষ ছন্দরীতিতে প্রকাশ পায় তাকেই সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা বলে।

সনেটের দুটি অংশ। যথা:

ক) অষ্টক: প্রথম ৮ চরণকে অষ্টক বলে।

খ) ষটক: শেষ ৬ চরণকে ষটক বলে।

প্রশ্ন: সনেটের আদি কবি কে?

উত্তর: ইতালীয় কবি পেত্রার্ক এ ধারার আদি কবি।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১. পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সনেট কে রচনা করেন?

ক. মাইকেল

খ. পেত্রার্ক

গ. হোমার

ঘ. ঈশ্বরগুপ্ত

খ

২. সনেট কবিতার প্রবর্তক কে?

ক. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

খ. রজনীকান্ত সেন

গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ঘ. অতুলপ্রসাদ সেন

গ

০৩. বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট রচনার প্রবর্তক কে?

ক. Rabindranath Tagore

খ. Michel Modhusudan Dutta

গ. Nazrul Islam

ঘ. Satynendra Nath Dutta

খ

০৪. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট রচয়িতা কে / প্রথম বাঙালি সনেটকার-

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

গ. দীনবন্ধু মিত্র

ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

খ

০৫. 'সনেট' শব্দটি কোন ভাষা থেকে উৎপন্ন?

ক. জার্মানি

খ. ইংরেজি

গ. ইতালিয়ান

ঘ. ফ্রেঞ্চ

গ

০৬. সনেট প্রথম প্রচলিত হয় কোন দেশে?

ক. ফ্রান্স

খ. ইতালি

গ. ইংল্যান্ড

ঘ. গ্রিস

খ

## সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ

বিশেষ্য / সর্বনামের সাথে বিশেষ্য / সর্বনাম পদের সম্বন্ধ থাকলে পূর্ববর্তী বিশেষ্য / সর্বনাম পদকে সম্বন্ধ পদ বলে। 'সম্বন্ধ পদের' বিভক্তি চিহ্ন 'র' 'এর', 'কার' ইত্যাদি।

যেমন:

- ক) শামসুর রাহমানের কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে- এখানে 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।  
খ) আমার মন ভাল নেই- এখানে 'র' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।  
গ) সবাকার ঘরে ঘরে জ্বলুক আলো- এখানে 'কার' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

## সম্বন্ধ পদের বিভক্তি

- ১) সম্বন্ধ পদে 'র' বা 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে।  
যেমন- আমি+র = আমার, খালিদ + এর = খালিদের  
২) সময়বাচক অর্থে সম্বন্ধ পদে 'কার' > কের বিভক্তি যুক্ত হয়।  
যেমন- আজি + কার = আজিকার > আজকের  
কালি + কার = কালিকার > কালকের  
৩) কিস্তি 'কাল' শব্দের সঙ্গে সবসময় 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়।  
যেমন- কাল+এর = কালের। বাক্য- সে কত কালের কথা।

## সম্বন্ধ পদের প্রকারভেদ

সম্বন্ধ পদ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। আমরা আঠারো প্রকার পেয়েছি।

যেমন-

- (০১) অধিকার সম্বন্ধ - রাজার রাজ্য, মিতার কলম।  
(০২) জন্ম-জনক সম্বন্ধ - গাছের ফল, বনের কাঠ।  
(০৩) কার্যকারণ সম্বন্ধ - সূর্যের তাপ, রোগের কষ্ট।  
(০৪) উপাদান সম্বন্ধ - ম্যালামাইনের প্লেট, বেতের লাঠি।  
(০৫) গুণ সম্বন্ধ - নিমের তিজতা, চিনির মিষ্টতা।  
(০৬) হেতু সম্বন্ধ - রূপের দেমাক, অর্থের অহঙ্কার।  
(০৭) ব্যক্তি সম্বন্ধ - পূজার ছুটি, শরতের আকাশ।  
(০৮) ক্রম সম্বন্ধ - দুয়ের পাতা বা পৃষ্ঠা, পাঁচের ঘর।  
(০৯) অংশ সম্বন্ধ - মাথার চুল, হাতের কান।  
(১০) ব্যবসায় সম্বন্ধ - চাউলের ব্যবসায়ী, পাটের গুদাম।  
(১১) ভগ্নাংশ সম্বন্ধ - চারের এক, দশের পাঁচ।  
(১২) কৃতি সম্বন্ধ - মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ'।  
(১৩) আধার-আধেয় - গ্লাসের দুধ, শিশির ঔষধ।  
(১৪) অভেদ সম্বন্ধ - জ্ঞানের আলোক, দুঃখের আগুন।

- ১৫) উপমান-উপমেয় সম্বন্ধ - নদীর পুতুল, পাথরের দেহ।  
১৬) বিশেষণ সম্বন্ধ - সুখের দিন, যৌবনের চাঞ্চল্য।  
১৭) নির্ধারণ সম্বন্ধ - সবার সেরা, সবার ছোট।  
১৮) কারক সম্বন্ধ - কর্তৃ সম্বন্ধ- সাহেবের হুকুম।  
- কর্ম সম্বন্ধ- প্রভুর সেবা।  
- করণ সম্বন্ধ- হাতের লাঠি।  
- অপাদান সম্বন্ধ- বাঘের ভয়।  
- অধিকরণ সম্বন্ধ- নদীর মাছ।

## সম্বোধন পদ

সম্বোধন মানে আহ্বান বা কাণ্ডকে উদ্দেশ্য করে ডাকা বা কিছু বলা।

যেমন- ওহে, একটু শুনে যাও তো। হে বিধাতা, তোমার মনে এই ছিল?  
অর্থাৎ যাকে সম্বন্ধ করে কিছু বলা হয় তাকে সম্বোধন পদ বলে। ওরে, ওগো, হে, রে, ওলো, ওহো, আহা, হায় ইত্যাদি অব্যয়সূচক শব্দ বাক্যের প্রথমে বসে সম্বোধনের সূচনা করে।  
যেমন- হায় আল্লাহ, এ আমার কী হলো। এই, কি বলছি শুনতে পাচ্ছিস না। কি হে, কেমন আছো?

বি. দ্র.- সম্বোধন পদ বাক্যের শেষেও বসতে পারে।

কারক ও সম্বন্ধ পদের পার্থক্য বিচার :

- ১) ক্রিয়াপদের সাথে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে।  
২) বিশেষ্য পদের সাথে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের যে সম্পর্ক তাকে সম্বন্ধ পদ বলে।



## গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি কার্যকারণ সম্বন্ধ প্রকাশ করে?

- ক. রাজার রাজ্য                      খ. সোনার বাটি  
গ. হাতের দাঁত                      ঘ. অগ্নির উত্তাপ

২. কোনটি ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বুঝায়-

- ক. শরতের আকাশ                      খ. আদার ব্যাপারী  
গ. বাটির দুধ                      ঘ. মধুর মিষ্টতা

৩. নিচের কোনটি অধিকরণ সম্বন্ধ?

- ক. চোখের দেখা                      খ. দেশের লোক  
গ. রাজার হুকুম                      ঘ. পিতার পুত্র





## Teacher's Work

### ১. 'কারক' (কৃ+ণক) শব্দটির অর্থ?

- ক. যা পদকে সম্পাদন করে  
খ. যা পদ ও সমাসকে সম্পাদন করে  
গ. যা ক্রিয়া সম্পাদন করে  
ঘ. যা সমাস সম্পাদন করে

### ২. বাক্যের প্রতিটি শব্দের সাথে অর্থ সাধনের জন্য যে সকল বর্ণ যুক্ত হয় তাদের কী বলে?

- ক. কারক  
খ. বিভক্তি  
গ. সমাস  
ঘ. সম্বন্ধ পদ

### ৩. ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্কযুক্ত পদকে কী বলে?

- ক. সমাস  
খ. কারক  
গ. সন্ধি  
ঘ. বিশেষণ

### ৪. বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সাথে অন্য কোন পদের সম্পর্কে কারক বলে?

- ক. বিশেষণ পদের  
খ. অব্যয় পদের  
গ. নাম পদের  
ঘ. ক্রিয়া বিশেষণ পদের

### ৫. কোন ক্ষেত্রে বিভক্তির প্রয়োজন হয়?

- ক. কারক  
খ. সন্ধি  
গ. প্রকৃতি  
ঘ. সমাস

### ৬. বিভক্তি প্রধানত কত প্রকার?

- ক. ৭ প্রকার  
খ. ৩ প্রকার  
গ. ৫ প্রকার  
ঘ. ৪ প্রকার

### ৭. 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে' এই বাক্যের 'বুলবুলিতে' শব্দে কোন কারক ও কোন বিভক্তি রয়েছে?

- ক. করণে ৭মী  
খ. অধিকরণে ৭মী  
গ. কর্তৃকারকে ৭মী  
ঘ. অপাদানে ৭মী

### ৮. 'আমাকে যেতে হবে' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্তৃকারকে ২য়া  
খ. কর্মে ২য়া  
গ. করণে ২য়া  
ঘ. অপাদানে ২য়া

### ৯. 'সকলকে মরতে হবে' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্তৃকারকে ২য়া  
খ. কর্মকারকে ২য়া  
গ. অপাদানে ২য়া  
ঘ. অধিকরণে ২য়া

### ১০. 'ভাইয়ে ভাইয়ে বেশ মিল' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্তায় ১মা  
খ. কর্তায় ২য়া  
গ. কর্তায় ৭মী  
ঘ. কর্মে ২য়া

### ১১. 'দেশে মিলে করি কাজ' বাক্যে 'দেশে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্তৃকারকে ২য়া  
খ. সম্প্রদান কারকে ৭মী  
গ. কর্তৃকারকে ৭মী  
ঘ. কর্তৃকারকে ৪র্থী

### ১২. 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্তায় শূন্য  
খ. অপাদানে শূন্য  
গ. কর্মে শূন্য  
ঘ. করণে শূন্য

### ১৩. 'তাকে দিয়ে কিছু হবে না' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্তৃকারকে ২য়া  
খ. কর্মে ২য়া  
গ. করণে ২য়া  
ঘ. অধিকরণে ২য়া

### ১৪. কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ কোনটি?

- ক. ছাগলে কিনা খায়  
খ. টাকায় টাকা আনে  
গ. আরেফ বই পড়ে  
ঘ. ডাক্তার ডাক

### ১৫. 'দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে' এ বাক্যে 'দেবতার' পদটি-

- ক. সম্প্রদানে ষষ্ঠী  
খ. সম্বন্ধে ষষ্ঠী  
গ. কর্মে ষষ্ঠী  
ঘ. কর্তায় ষষ্ঠী

### ১৬. 'আমার যাওয়া হয়নি' - 'আমার' কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্মে শূন্য  
খ. কর্তায় শূন্য  
গ. কর্তায় ষষ্ঠী  
ঘ. কর্মে ষষ্ঠী

### ১৭. বাক্যের ক্রিয়ার সাথে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক তাকে কী বলে?

- ক. বিভক্তি  
খ. কারক  
গ. প্রত্যয়  
ঘ. অনুসর্গ

### ১৮. "রাজায় রাজায় লড়াই করছে" - এ বাক্যে 'রাজায় রাজায়' কী?

- ক. প্রযোজক কর্তা  
খ. মুখ্য কর্তা  
গ. ব্যতিহার কর্তা  
ঘ. গিজন্ত কর্তা

### ১৯. কারক কয় প্রকার?

- ক. ৫ প্রকার  
খ. ৬ প্রকার  
গ. ৩ প্রকার  
ঘ. ৭ প্রকার

### ২০. ক্রিয়ার বিষয়কে কী বলে?

- ক. কর্ম  
খ. পদ  
গ. সমাস  
ঘ. করণ

### ২১. যাকে উদ্দেশ্য করে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে বলে-

- ক. কর্তৃকারক  
খ. সম্প্রদান কারক  
গ. করণ কারক  
ঘ. কর্মকারক

### ২২. 'রেখা মা দাসের মনে'। বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. করণে ২য়া  
খ. কর্মে ২য়া  
গ. অপাদানে ৩য়া  
ঘ. অধিকরণে ২য়া

### ২৩. 'আমি বই পড়ি' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্মে ১মা  
খ. কর্মে শূন্য  
গ. অপাদানে ১মা  
ঘ. অধিকরণে ৫মী

### ২৪. 'কারক পড়ায় তারক ঠাকুর'। কোন কারক?

- ক. কর্ম  
খ. সম্প্রদান  
গ. কর্তা  
ঘ. করণ

### ২৫. 'করিমকে রহিম গতকাল মেরেছে' বাক্যে কর্মকারক সূচক শব্দ কোনটি?

- ক. রহিম  
খ. করিমকে  
গ. গতকাল  
ঘ. মেরেছে

### ২৬. 'শুধু বিধে দুই ছিল মোর ভুঁই' এখানে 'ভুঁই' কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্মে ৭মী  
খ. করণে শূন্য  
গ. কর্মে শূন্য  
ঘ. অধিকরণে শূন্য



২৭. কোনটি করণ কারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ?

- ক. কালির দাগ সহজে ওঠে না  
খ. বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ কর  
গ. দুধ থেকে দই হয়  
ঘ. এ বছর খুব বন্যা হয়েছে

২৮. 'তিনি চোখে দেখেন না' বাক্যে 'চোখে' কোন কারক?

- ক. করণ কারক খ. অপাদান কারক  
গ. সম্প্রদান কারক ঘ. অধিকরণ কারক

২৯. 'তাহলে তুমি লাঠি খেলতে জান না' এখানে 'লাঠি' কোন কারক ও বিভক্তি?

- ক. কর্তায় তৃতীয়া খ. কর্মে প্রথমা  
গ. করণে তৃতীয়া ঘ. করণে প্রথমা

৩০. 'কথা নয়, কাজে পরিচয়'। নিম্নরেখ পদটির কারক কোনটি?

- ক. অধিকরণ খ. কর্ম  
গ. করণ ঘ. অপাদান

## উত্তরপত্র

০১	গ	০২	খ	০৩	খ	০৪	গ	০৫	ক	০৬	ক	০৭	গ	০৮	ক	০৯	ক	১০	গ
১১	গ	১২	ক	১৩	ক	১৪	গ	১৫	ঘ	১৬	গ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	খ	২০	ক
২১	ঘ	২২	খ	২৩	খ	২৪	ক	২৫	খ	২৬	গ	২৭	খ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	গ



## Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

০১. 'কারক' (কৃ+ণক) শব্দটির অর্থ-

- ক. যা পদকে সম্পাদন করে  
খ. যা পদ ও সমাসকে সম্পাদন করে  
গ. যা ক্রিয়া সম্পাদন করে  
ঘ. যা সমাস সম্পাদন করে

০২. বাক্যের প্রতিটি শব্দের সাথে অস্বয় সাধনের জন্য যে সকল বর্ণ যুক্ত হয় তাদের কী বলে?

- ক. কারক খ. বিভক্তি  
গ. সমাস ঘ. সম্বন্ধ পদ

০৩. কোন ক্ষেত্রে বিভক্তির প্রয়োজন হয়?

- ক. কারক খ. সন্ধি  
গ. প্রকৃতি ঘ. সমাস

০৪. বিভক্তি প্রধানত কত প্রকার?

- ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার  
গ. ৫ প্রকার ঘ. ৪ প্রকার

০৫. 'সকলকে মরতে হবে' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া খ. কর্মকারকে দ্বিতীয়া  
গ. অপাদানে দ্বিতীয়া ঘ. অধিকরণে দ্বিতীয়া

০৬. 'ভাইয়ে ভাইয়ে বেশ মিল' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্তায় ১মা খ. কর্তায় ২য়া  
গ. কর্তায় ৭মী ঘ. কর্মে ২য়া

০৭. 'দশে মিলে করি কাজ' বাক্যে 'দশে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্তৃকারকে ২য়া  
খ. সম্প্রদান কারকে ৭মী  
গ. কর্তৃকারকে ৭মী  
ঘ. কর্তৃকারকে ৪র্থী

০৮. 'তাকে দিয়ে কিছু হবে না' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া খ. কর্মে দ্বিতীয়া  
গ. করণে দ্বিতীয়া ঘ. অধিকরণে দ্বিতীয়া

০৯. কোনটি কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ?

- ক. কোদালে মাটি কাটব  
খ. জাহাজ চট্টগ্রাম ছাড়ল  
গ. সাপের হাসি বেদেয় চেনে  
ঘ. আমরা তুমি রক্ষা করো

## উত্তরপত্র

০১	গ	০২	খ	০৩	ক	০৪	ক	০৫	ক	০৬	গ	০৭	গ	০৮	ক	০৯	ঘ		
----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	--	--





## Self Study

০১. 'পরীক্ষা এলেই তার চোখে জল ঝরে' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?  
ক. কর্মে শূন্য খ. কর্তায় শূন্য  
গ. অপাদানে পঞ্চমী ঘ. অধিকরণে ষষ্ঠী
০২. 'জেলে ভাই ধরে মাছ মেঘের ছায়ায়'। এখানে 'জেলে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?  
ক. কর্তৃকারকে ৭মী বিভক্তি খ. কর্তৃকারকে ১মী বিভক্তি  
গ. অধিকরণ কারকে ৭মী বিভক্তি ঘ. কর্মকারকে ১মী বিভক্তি
০৩. কোন বাক্যে কর্তায় এ বিভক্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে?  
ক. অন্ধজনে বন্ধ ঘরে, দিবা রাত্রি কষ্ট করে  
খ. ঘর ভরেছে অন্ধজনে  
গ. হাত বাড়িয়ে কর্মে টান অন্ধজনে  
ঘ. অন্ধজনে দেহ আলো
০৪. ব্যতিহার কর্তার উদাহরণ কোনটি?  
ক. ছেলেরা ফুটবল খেলছে  
খ. শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন  
গ. বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খায়  
ঘ. মুঘলধারে বৃষ্টি পড়ছে
০৫. সনেট প্রথম প্রচলিত হয় কোন দেশে?  
ক. ফ্রান্স খ. ইতালি  
গ. ইংল্যান্ড ঘ. গ্রিস
০৬. সনেটের ক'টি অংশ?  
ক. ১টি খ. ২টি  
গ. ৩টি ঘ. ৪টি
০৭. সনেটে কয়টি লাইন থাকে?  
ক. ১০টি খ. ১৪টি  
গ. ১২টি ঘ. ২১টি
০৮. সনেটে প্রথম আট পঙ্ক্তিকে বলা হয়—  
ক. সপ্তক খ. অষ্টক  
গ. ষটক ঘ. পঞ্চক
০৯. সনেটের শেষ ছয় পঙ্ক্তিকে কী বলা হয়?  
ক. ষটক খ. ষষ্টক  
গ. ষটক ঘ. ষষ্ট
১০. বাংলা ছন্দ কত রকমের?  
ক. এক রকমের খ. দুই রকমের  
গ. তিন রকমের ঘ. চার রকমের
১১. যে ছন্দে যুক্তধ্বনি সব সময় একমাত্রা হিসেবে গণনা করা হয় তাকে কি ধরনের ছন্দ বলে?  
ক. স্বরবৃত্ত খ. পয়ার  
গ. মাত্রাবৃত্ত ঘ. অক্ষরবৃত্ত

১২. যে ছন্দের মূল পর্বের মাত্রা সংখ্যা চার, তাকে বলা হয়—  
ক. স্বরবৃত্ত খ. পয়ার  
গ. মাত্রাবৃত্ত ঘ. অক্ষরবৃত্ত
১৩. 'লৌকিক ছন্দ' কাকে বলে?  
ক. অক্ষরবৃত্তকে খ. মাত্রাবৃত্তকে  
গ. স্বরবৃত্তকে ঘ. গদ্য ছন্দকে
১৪. শ্বাসঘাত প্রধান ছন্দ কোনটি?  
ক. অক্ষরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত  
গ. স্বরবৃত্ত ঘ. কোনোটিই নয়
১৫. 'ছড়া' কোন ছন্দে রচিত হয়?  
ক. মাত্রাবৃত্ত খ. অক্ষরবৃত্ত  
গ. স্বরবৃত্ত ঘ. সমিল মুক্তক
১৬. ছেলে-ভুলানো ছড়াসমূহ সাধারণত কোন ছন্দে লেখা হয়?  
ক. মাত্রাবৃত্ত খ. অক্ষরবৃত্ত  
গ. স্বরবৃত্ত ঘ. সমিল মুক্তক
১৭. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান / শিব ঠাকুরের বিয়ে হলো তিন কন্যে দান' কোন ছন্দে রচিত?  
ক. স্বরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত  
গ. অমিত্রাক্ষর ঘ. অক্ষরবৃত্ত
১৮. Blank Verse অর্থ—  
ক. অনুপ্রাস খ. অমিত্রাক্ষর  
গ. পয়ার ঘ. মহাকাব্য
১৯. মুক্তাক্ষর একমাত্রা ও বদ্ধাক্ষরও গণনা করা হয় কোন ছন্দে?  
ক. মাত্রাবৃত্ত খ. অক্ষরবৃত্ত  
গ. মুক্তক ঘ. স্বরবৃত্ত
২০. 'পয়ার' কোন ছন্দের অন্তর্ভুক্ত?  
ক. মাত্রাবৃত্ত খ. স্বরবৃত্ত  
গ. অক্ষরবৃত্ত ঘ. অমিত্রাক্ষর
২১. 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের বৈশিষ্ট্য হলো—  
ক. অন্ত্যমিল আছে খ. অন্ত্যমিল নেই  
গ. চরণের প্রথমে মিল থাকে ঘ. বিশ মাত্রার পর্ব থেকে
২২. বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক কে?  
ক. মোহিতলাল মজুমদার খ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত  
গ. জসীমউদ্দীন ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
২৩. স্বরাক্ষরিক ছন্দের প্রবর্তক কে?  
ক. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত  
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. কবি আবদুল কাদির

### উত্তরমালা

০১	খ	০২	ক	০৩	ক	০৪	গ	০৫	খ	০৬	খ	০৭	খ	০৮	খ	০৯	খ	১০	গ
১১	ক	১২	ক	১৩	গ	১৪	গ	১৫	গ	১৬	গ	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	ঘ
২১	খ	২২	ঘ	২৩	ক														

০১. রবীন্দ্রনাথ কোন কারক বাদ দিতে চেয়েছিলেন?  
ক. করণ কারক                      খ. সম্প্রদান কারক  
গ. অপাদান কারক                  ঘ. অধিকরণ কারক

০২. 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে' এই বাক্যের 'বুলবুলিতে' শব্দে কোন কারকে ও কোন বিভক্তি রয়েছে?  
ক. করণে ৭মী                      খ. অধিকরণে ৭মী  
গ. কর্তৃকারকে ৭মী                  ঘ. অপাদানে ৭মী

০৩. 'আমাকে যেতে হবে' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?  
ক. কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া              খ. কর্মে দ্বিতীয়া  
গ. করণে দ্বিতীয়া                  ঘ. অপাদানে দ্বিতীয়া

০৪. 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?  
ক. কর্তায় শূন্য                      খ. অপাদানে শূন্য  
গ. কর্মে শূন্য                          ঘ. করণে শূন্য

০৫. কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ কোনটি?  
ক. ছাগলে কিনা খায়                  খ. টাকায় টাকা আনে  
গ. আরেফ বই পড়ে                  ঘ. ডাক্তার ডাক

০৬. 'দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে' এ বাক্যে 'দেবতার' পদটি—  
ক. সম্প্রদানে ষষ্ঠী                  খ. সম্বন্ধে ষষ্ঠী  
গ. কর্মে ষষ্ঠী                          ঘ. কর্তায় ষষ্ঠী

০৭. আমার যাওয়া হয়নি' – 'আমার' কোন কারকে কোন বিভক্তি?  
ক. কর্মে শূন্য                          খ. কর্তায় শূন্য  
গ. কর্তায় ষষ্ঠী                          ঘ. কর্মে ষষ্ঠী

০৮. 'গৃহহীন চিরদিন থাকে পরাধীন'। নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?  
ক. কর্তৃকারকে শূন্য                  খ. কর্মকারকে শূন্য  
গ. করণে শূন্য                          ঘ. অপাদানে শূন্য

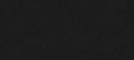
০৯. বাক্যের ক্রিয়ার সাথে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক তাকে কী বলে?  
ক. বিভক্তি                              খ. কারক  
গ. প্রত্যয়                              ঘ. অনুসর্গ

১০. ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্কযুক্ত পদকে কী বলে?  
ক. সমাস                              খ. কারক  
গ. সন্ধি                                  ঘ. বিশেষণ



উত্তরমালা

১	খ
২	গ
৩	ক
৪	ক
৫	গ
৬	ঘ
৭	গ
৮	ক
৯	খ
১০	খ



**বইটির বৈশিষ্ট্য**

- ১. ইতিহাস, জীবন, চরিত্রের বিস্তারিত আলোচনা, ছবিতে ছবি বসিয়ে বসে আলোচনা করা হয়েছে।
- ২. ইতিহাস ও জীবন নিয়ে আলোচনা করে একটি ছোট ছোট গল্প লিখে দেওয়া হয়েছে যা পড়লে মনে পড়বে যে ইতিহাস কতটা গুরুত্বপূর্ণ।
- ৩. ইতিহাস ও জীবন নিয়ে আলোচনা করে একটি ছোট ছোট গল্প লিখে দেওয়া হয়েছে।
- ৪. ইতিহাস ও জীবন নিয়ে আলোচনা করে একটি ছোট ছোট গল্প লিখে দেওয়া হয়েছে।
- ৫. ইতিহাস ও জীবন নিয়ে আলোচনা করে একটি ছোট ছোট গল্প লিখে দেওয়া হয়েছে।
- ৬. ইতিহাস ও জীবন নিয়ে আলোচনা করে একটি ছোট ছোট গল্প লিখে দেওয়া হয়েছে।
- ৭. ইতিহাস ও জীবন নিয়ে আলোচনা করে একটি ছোট ছোট গল্প লিখে দেওয়া হয়েছে।
- ৮. ইতিহাস ও জীবন নিয়ে আলোচনা করে একটি ছোট ছোট গল্প লিখে দেওয়া হয়েছে।
- ৯. ইতিহাস ও জীবন নিয়ে আলোচনা করে একটি ছোট ছোট গল্প লিখে দেওয়া হয়েছে।
- ১০. ইতিহাস ও জীবন নিয়ে আলোচনা করে একটি ছোট ছোট গল্প লিখে দেওয়া হয়েছে।

এম আই প্রদ্রাণ মুকুল স্যারের

# CLASSROOM ENGLISH

## GRAMMAR

BCS  
 Bank  
 PSC Non Cadre  
 Varsity Admission Exam  
 And Other Competitive Exams

Md. Mayedul Islam Prodhon

বইটি এখন সারা  
বাংলাদেশের অভিজাত  
লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

অনলাইনে বইটি পেতে  
কল করুন:  
01963929213  
(WhatsApp)

এই **Lecture Sheet** পড়ার পাশাপাশি **biddabari** কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া এ্যাসাইনমেন্ট এর বাংলা অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।